নাশকতাকারী সন্দেহে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধিকারের এক কর্মীকে নয় ঘণ্টা আটকে রেখে পুলিশে দিয়েছে প্রক্টরিয়াল বডি। অভিযুক্ত ওই কর্মীর নাম জোবায়ের হোসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

বুধবার বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে অটোরিকশা ও রিকশা চলাচলের বিকল্প হিসেবে চক্রাকার বাস চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেন একদল শিক্ষার্থী। সেখানে জোবায়েরও ছিলেন। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই প্রক্টরের গাড়ি এসে তাঁদের সামনে দাঁড়ায়। এরপর মানববন্ধনে থাকা শিক্ষার্থীদের তাঁদের দাবির বিষয়টি প্রক্টর কার্যালয়ে গিয়ে জানানোর প্রস্তাব দেন। শিক্ষার্থীরাও এতে রাজি হন। পরে অন্তত ৮ জন শিক্ষার্থী প্রক্টর কার্যালয়ে যান। কিন্তু জোবায়েরকে আটকে রেখে বাকি সবাইকে চলে যেতে বলে সহকারী প্রক্টরেরা। এরপর রাত নয়টার দিকে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে বলেন, ডেকে নেওয়ার পর জোবায়েরের বিরুদ্ধে প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরেরা মিথ্যাচার করছে। জোবায়ের এ ধরনের কোনো কাজে জড়িত নন। শুধু ফেসবুকে তাঁর আইডি থেকে বিভিন্ন সময় সরকারের সমালোচনা করেন।

এ বিষয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক নাসরিন আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, জোবায়ের ১৫ দিন আগে ছাত্র অধিকার পরিষদের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে। সে রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর চাইলেই নয় ঘণ্টা একজন শিক্ষার্থীকে আটকে রাখতে পারে না। এটি বেআইনি।

জোবায়েরের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর রবিউল হাসান ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের বেশ কিছু ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। আর সে নিজেও একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছে।

কী ধরনের ডকুমেন্ট জানতে চাইলে রবিউল হাসান ভূঁইয়া বলেন, শাটলের চালককে অপহরণ করে বটতলী পর্যন্ত কোনো স্টেশনে না থামিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জোবায়ের তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছে। এ ছাড়া ১৫ আগস্ট বাঙালির আনন্দের দিন। এমন কথাও তাঁর ফোন থেকে পাওয়া গেছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোবায়েরের বিরুদ্ধে মামলা করবেন।

জানতে চাইলে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির জোবায়েরের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার বেশ কিছু প্রমাণাদি তাঁকে দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।

ছাত্র অধিকার কর্মীকে প্রক্টরিয়াল বডির আটকে রাখার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। গত ১৩ জুন ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে ছাত্র অধিকারের এক নেতাকে মারধর করে প্রক্টরিয়াল কার্যালয়ে নিয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। মারধরের শিকার ওই কর্মীর নাম তামজিদ হোসেন। তিনি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। তাঁকেও চার ঘণ্টা আটকে রাখে প্রক্টরিয়াল বডি। আটকে রাখা ও ছাত্রলীগ কর্মীদের হয়রানির শিকার হয়ে তামজিদ তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে পোস্ট দিয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদ থেকে অব্যাহতির ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন